দ্বীনে ফেরার পর হারিয়ে যেয়ো না

ডা. শামসুল আরেফীন
আবদুল্লাহ আল মাসউদ
আম্মারুল হক
শরীফ আবু হায়াত

চেতনা
প্রকাশন

বই : দ্বীনে ফেরার পর হারিয়ে যেয়ো না
সম্পাদক : আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা : ৪১
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

মূল্য : ২০০.০০৳

Dine Ferar Por Hariye Jeyo na
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

উৎসর্গ

মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভি রহ.—
যার মেহনতে ফুলেল বসুন্ধরা,
গাঁদাফুল হলো শেষে কৃষ্ণচূড়া,
উম্মাহর পথে দিলেন হেদায়েতি নিশান,
যুগ যুগ থাকুন মহা মহীয়ান।

সূচিপত্র

১ম পর্ব : দ্বীনে ফেরার পর ১৫

২য় পর্ব : হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত..... ৬৭

৩য় পর্ব : কারও হেদায়াতের নিশ্চয়তা নেই ৮১

৪র্থ পর্ব : আল্লাহর আজাব হতে কেউ নিরাপদ নয়..... ১১১

ভূমিকা

প্রথমেই অসীম ক্ষমতাধর পরম দয়ালু রব্বে কারিমের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর এই নগণ্য অধম গুনাহগার বান্দাকে এত উপকারী একটি বইয়ের কাজের সাথে যুক্ত থাকার তাওফিক দিয়েছেন। এবং প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করে শুরু করছি।

আমি নিজে একজন জেনারেল পড়ুয়া ছাত্র। জীবনের বেশ দীর্ঘ একটি সময় জাহেলিয়াতের মধ্যে কাটিয়েছি। রব্বে কারিম কৃপা করে ২০১৮-এর দিকে দ্বীনের প্রতি সিরিয়াস হওয়া উচিত—মনোভাবের মতো দামি এক নেয়ামত দান করেন। পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা এখনো করে যাচ্ছি, কতটুকু পেরেছি আল্লাহই ভালো জানেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীনের পথে অনেক চড়াই-উতরাই পার করেছি, পরিবারের সাথে, নিজের সাথে। আমাদের জেনারেল লাইনের যারা দ্বীনে ফিরে তাদের ক্ষেত্রে এটাই হয়ে আসছে দেখে আসছি। আমাদের Mashwara গ্রুপে এ জাতীয় কত যে প্রশ্ন আসে, দেখলে প্রায়শই মন খারাপ হয়ে যেত।

করোনার সময়টায় কাছের অনেক মানুষকে দেখেছি দ্বীনের পথে আসতে ও পরবর্তী সময়ে আবার জাহেলিয়াতে ফিরে যেতে। হেদায়াত নামক নেয়ামত পেয়ে পুনরায় জাহেলিয়াতে ফিরে গেলে একজন ব্যক্তির কতটা অধঃপতন হতে পারে, তা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাগুলো থেকে অনেক কিছু দেখার ও শেখার তাওফিক হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

২০২২-এর শেষের দিকে Mashwara Official-এ আমরা একটা লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করি। টপিক ছিল এ রকম—হেদায়াতপ্রাপ্তির পর হেদায়াত হারিয়ে যায় কেন। কারণ অনুসন্ধান ও উত্তরণের উপায়। এই বিষয়ে মোট চারজন বক্তব্য রাখেন। শুরুতে ডা. শামসুল আরেফীন ভাই, এরপর উস্তায আবদুল্লাহ আল মাসউদ, উস্তায আম্মারুল হক এবং শেষে মো. শরীফ আবু হায়াত ভাই।

আমার কাছে আলোচনাগুলো খুবই চমৎকার লাগে। আমার মন বলছিল, এই চমৎকার কথাগুলো দ্বীনে ফেরা সকল ভাই-বোনের শুনা দরকার। যদি এগুলো ছেপে সবার হাতে পৌঁছে দিতে পারতাম। বিষয়টা উস্তায বোরহান আশরাফীর সাথে শেয়ার করলে তিনিও আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

একটা বিষয় বলে রাখি। এই বইটা যদিও লেকচার থেকে নেওয়া, কিন্তু সেই লেকচার থেকে এখানে পাঠক অনেক বেশি জানতে পারবেন। উস্তায আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম পুরা বই সম্পাদনা ও সংযোজন করেছেন। ভেতরে প্রচুর আয়াত-হাদিস ও রেফারেন্স যোগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমিন।

পরিশেষে বইটির ব্যাপারে বলব, একজন মুসলিম, যিনি জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও দ্বীনের প্রতি উদাসীন। কিংবা উদাসীনতার এই ধাপ অতিক্রম করে হেদায়াতের পথে এসে পুনরায় হারিয়ে যাবার উপক্রম—উভয় শ্রেণির জন্যেই বইটি সমানভাবে উপকারী।

মুহাম্মাদ মিনহাজুল ইসলাম মঈন
Admin, Mashwara Official.

শুরুর আগে

আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার পর সবচেয়ে বড় যেই নেয়ামত দিয়েছেন সেটা হলো হেদায়াত। যার দুনিয়াতে সবকিছুই আছে কিন্তু হেদায়াত নেই, তার কিছুই নেই। হেদায়াত অর্থ সঠিক পথ। সিরাতুল মুসতাকিম। যে পথে চললে আল্লাহর কাছে যাওয়া যায়। আল্লাহকে পাওয়া যায়।

কেউ চাইলেই হেদায়াত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলা ভালোবেসে যাকে হেদায়াত দেবেন, সে-ই কেবল হেদায়াত লাভ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

> ‘আপনি যাকে ভালোবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে করেন সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।[১]

এই আয়াত ওই সময় অবতীর্ণ হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি চেষ্টা করছিলেন চাচা যেন একবার নিজ মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করেন, যাতে পরকালে আল্লাহর সামনে তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু সেখানে কুরাইশ নেতাদের উপস্থিতির কারণে আবু তালেব ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে যান। কুফরের ওপরই তার মৃত্যু হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এই সময় মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করে স্পষ্ট করে দিলেন যে, তোমার কাজ কেবল পৌঁছে দেওয়া। আর হেদায়াত দান করা আমার কাজ। হেদায়াত সেই ব্যক্তিই লাভ করে

[১] সুরা কাসাস : ৫৬।

থাকে, যাকে আমি হেদায়াত দান করি। তুমি যাকে হেদায়াতের ওপর দেখতে পছন্দ করো, সে হেদায়াত পায় না।

হেদায়াত লাভ করার পর কোনো গ্যারান্টি নেই যে, মৃত্যু পর্যন্ত হেদায়াতের ওপর থাকা যাবে। হেদায়াত লাভ করা যেমন কষ্টসাধ্য বিষয়, হেদায়াতের ওপর টিকে থাকা আরও কঠিন বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন একসময় আসবে, যখন মানুষদের জন্য ঈমান ধরে রাখা জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার ন্যায় কঠিন হবে।[২]

বনী ইসরাইলের যুগে এক বড় আবেদ ছিলেন। সারা দিন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তিনি এক নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। একসময় সেই নারীকে তার বাচ্চাসহ হত্যা করেন। শেষে ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন হেদায়াতের ওপর অটল থাকতে কী দুআ করতে হবে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

> ‘হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়ো না। তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করো। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।’[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

> ‘অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।’

---

[২] তিরমিজি : ২২৬০।

[৩] আলে-ইমরান : ৮।

চারিদিকে এমনভাবে ফেতনা ছড়িয়ে আছে, কোনো নির্জন স্থান বা গুহায় গিয়েও ঈমানের ওপর থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার জন্য আমরা কিছু বিষয় আবশ্যক করে নিতে পারি।

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।

- নফল ও সুন্নত নামাজের পাবন্দ করা। সুন্নত নামাজের প্রতি গাফলতি এলে ফরজ নামাজেও চলে আসবে। তাই সুন্নতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

- নামাজের পরে মন খুলে দুআ করা। কিছু দুআ এখানে দেওয়া হলো।

শিরক থেকে বাঁচার দুআ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে (শিরক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।[৪]

মুসলিম হিসেবে মৃত্যু চাওয়ার দুয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

অর্থ : হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।[৫]

দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকার দুআ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

অর্থ : হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখুন।[৬]

- প্রতিদিন নিয়ম করে কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা। সম্ভব হলে অনুবাদ পড়া।

---

[৪] সহিহ, আল-জামে : ২৩৩।

[৫] সুরা বাকারা : ২৫০

[৬] সহিহ, তিরমিজি : ৩৫২২।

- খুব গুরুত্বের সাথে নজরের হেফাজত করা। বেগানা নারীর সাথে কথা বলা তো দূরের বিষয়। তার দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা। অনলাইন-অফলাইন সব জাগাতেই এটা ফলো করা।

- প্রাথমিকভাবে এই বিষয়গুলো ফলো করলে অন্য বিষয় আস্তে আস্তে আয়ত্তে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়ারের ওপর অবিচল রাখুন। ঈমানের ওপর মৃত্যু নসিব করুন। আমিন।

বোরহান আশরাফী
চেতনা প্রকাশন

প্রথম পর্ব

দ্বীনে ফেরার পর

✍ ডা. শামসুল আরেফীন

দ্বীনে ফেরার পর

দ্বীনে ফেরার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্বীনের ওপর অটল থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেহেরবানি করে আমাকে দ্বীনের যে রাজপথে উঠিয়েছেন সেখান থেকে যেন আমি হারিয়ে না যাই, সেই পথেই যেন চলতে থাকি। ভিন্ন কোনো পথে, ভ্রান্ত কোনো মতে বা সেই রাজপথ ছেড়ে কোনো অলিগলিতে যেন আমি হারিয়ে না যাই। এটা অনেক বেশি জরুরি।

এই দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান নেয়ামত হচ্ছে হেদায়াত। আর দুর্ভাগা সে, হেদায়াত লাভের পর যে পুনরায় গোমরাহিতে হারিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার (ভ্রষ্টতা) থেকে বের করে আলোতে (হেদায়াতের পথে) নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক শয়তান, তারা তাদেরকে আলো (হেদায়াত) থেকে বের করে অন্ধকারে (গোমরাহিতে) নিয়ে যায়। তারা সকলেই অগ্নিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।’[৭]

হেদায়াতের পথ থেকে ছিটকে পড়ার বিভিন্ন রকম দৃশ্যপট হতে পারে। যেমন,

❑ ছোটবেলায় ক্লাস ফাইভ, সিক্সের দিকে আমরা অনেকেই নিয়মিত নামাজ পড়তাম। কিন্তু আরেকটু বড় হয়ে ক্লাস নাইন, টেন বা ইন্টারে এসে অনেকেই নামাজ ছেড়ে দিয়েছি।

❑ আবার অনেকে স্কুল-কলেজে থাকাকালীন দ্বীন-ইসলাম ও নামাজ-রোজার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী থাকলেও ভার্সিটিতে এসে দ্বীন পালনের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি ভার্সিটিতে আসার পরে তার ঈমান নিয়েই সংশয় এসে পড়েছে।

---

[৭] সুরা বাকারা : ২৫৭।

❑ আবার কেউ ভার্সিটিতে এসে হেদায়াত পেয়েছে, ইসলামকে বুঝেছে, ঈমানকে ধারণ করে জীবনযাপন শুরু করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার ক্যারিয়ারের ধাপ শুরু হয়েছে, সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, বা বিবাহশাদী করে সংসারী হয়েছে; তখন দ্বীনকে ভুলে গেছে।

❑ আরেকটি দৃশ্যপট এরকম হতে পারে, কোনো ব্যক্তি পড়েছে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে, থেকেছে দ্বীনি মানুষজনের সান্নিধ্যে, ইসলাম বিষয়ে তার ভালোমতোই জানাশোনা আছে। কিংবা হতে পারে সে কওমি মাদরাসায় পড়াশোনা করেছে, সেখানে অনেক আল্লাহওয়ালা আলেমদের নেক সোহবত পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভার্সিটিতে এসে পরিবেশের পরিবর্তনে ও পরিস্থিতির বৈরিতায় সে পুরোপুরি দ্বীনকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে— পুরোপুরি সেক্যুলার লাইফস্টাইল ও চিন্তাচেতনাকে আঁকড়ে ধরেছে।

এভাবে হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার নানা রকম দৃশ্যপট হতে পারে, থাকতে পারে বিভিন্ন ধাপ। হেদায়াত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন স্তরও থাকতে পারে।

- যেমন, ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরে ফিরে যাওয়া একটা স্তর। ভার্সিটিতে গিয়ে নাস্তিক হয়ে যাওয়া, সেক্যুলার হয়ে যাওয়া।

- আবার কোনো আমলে অভ্যস্ত হয়ে একসময় গিয়ে তা আবার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া আরেকটা স্তর। যেমন, কেউ দীর্ঘদিন থেকে তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত, কিন্তু একটা সময় এসে হুট করে এখন আর সে তাহাজ্জুদ পড়ছে না, শুধু ফরজ নামাজগুলোই আদায় করছে। এটাও একধরনের হেদায়াত হারিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আমলের কমতিও হেদায়াত হারিয়ে যাওয়ার একটা স্তর হতে পারে।

- অনুরূপভাবে আমলে নিষ্ঠা ও মনোযোগের ঘাটতি হেদায়াত হারানোর আরেকটা স্তর। যেমন, কেউ আগে অনেক আমল করত, জামাতে হাজির হয়ে খুশু-খুজুর সাথে একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করত। কিন্তু এখন আর আগের মতো আমল করতে পারছে না বা তার আর আগের মতো ইচ্ছা জাগছে না, নামাজগুলোও কোনো রকমে ঘরেই আদায় করে নিচ্ছে, জামাতে হাজির হওয়াকেও তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

- হেদায়েত হারিয়ে যাবার একটা ধাপ এমন যে, কেউ আগে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ অনুভব করত, এখন আর তা করছে না। দায়সারাভাবে, বোঝা বহনের মতো করে সে দীনকে পালন করছে। আগে কোনো বোন নেকাব পরা, পর্দা করাকে জরুরি মনে করত, কিন্তু এখন সে শুধু বোরকা পরা বা ওড়নাকে হিজাবের মতো করে পেঁচিয়ে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করছে। আগে কেউ মাহরাম-গায়রে মাহরাম মেনে চলত, এখন আর সে তা মেনে চলছে না। হয়তো-বা এটাকে জরুরিও মনে করছে না। এটাও এটা ধাপ।

মূলত হেদায়াত হারিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে যাওয়া যেমন গোমরাহির শেষ ধাপ, তেমনই মুমিন বান্দার ঈমান-আমলের হালতের অবনতি এবং দ্বীন পালনের উদাসীনতাগুলোও হেদায়াত হারানোর প্রাথমিক ধাপ। এখানে বিভিন্ন দিক থেকে মূল মূল কিছু বিষয়ের আলোচনা করা হবে। সেখান থেকে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে, আমি এর মধ্যে কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছি এবং আমার করণীয় কী হবে!

আগে মানুষ যে পরিমাণ দ্বীনকে ভালোবাসত, দ্বীনের কঠিন কঠিন ব্যাপারগুলোকে সহজে গ্রহণ করত, এখন কিন্তু তেমনটা নেই। মানুষ এখন সহজের সন্ধানে থাকে। ইসলামই মধ্যপন্থা। যে ইসলামকে আমরা কঠিন মনে করছি সেটাকেই আল্লাহ মধ্যপন্থা বলে দিয়েছেন কুরআনে। বর্তমানে খুব চেষ্টা করা হচ্ছে কীভাবে সেই ইসলামের মাঝেও আরও বেশি সহজীকরণ করা যায়। মানে মধ্যপন্থারও মধ্যপন্থা। আগে দেখা যেত একটা ছেলে হস্তমৈথুনকে খারাপ মনে করত, কিন্তু এখন সে এর পক্ষে দলিল খুঁজে বেড়াচ্ছে, এর পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় কি-না। আগে কেউ গান শোনাকে খারাপ মনে করত, এখন সে মিউজিক শোনা যাবে কি-না এর স্বপক্ষে দলিল খোঁজায় মগ্ন। সে বের করার চেষ্টায় আছে যে, অমুক অমুক সাহাবি (রাঃ) নাকি মিউজিক শুনেছেন! অমুক-তমুক সালাফদের থেকে নাকি মিউজিক জায়েজ হওয়া প্রমাণিত আছে! রাতদিন সে এখন এসবের পেছনেই সময় ব্যয় করছে। যেকোনো মূল্যে মিউজিককে তার জায়েজ করতেই হবে। এটা তো সুস্পষ্টভাবেই হেদায়াত থেকে বিচ্যুতি।

এই বিষয়টা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারব, পূর্বে দ্বীনের যে রাজপথে আমরা ছিলাম, যেসকল দ্বীনি কর্মকাণ্ডের সাথে জুড়ে ছিলাম, তা ছিল কুরআন-সুন্নাহর

আলোকে উম্মতের বৃহদাংশ উলামায়ে কেরামের নির্বাচিত পথ ও মনোনীত পন্থা। সেখানে আমরা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের সাথে তারা দ্বীনের যে পথকে অবলম্বন করেছেন এবং যেভাবে দ্বীনকে ধারণ করেছেন, সেভাবে সেই পথে আমাদের বিচরণ হতো। এখন আমরা একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছি, নিজেকে একটা খাহেশাতের (মনমাফিক কর্মকাণ্ডের) মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছি।

এখন আমরা পূর্ণ হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার কিছু কারণ বিশ্লেষণ করছি। পাঠকরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখবেন যে, কোনোটা আমার সাথে মিলে যাচ্ছে কি-না।

সঠিক দ্বীন না শেখা

বর্তমানে একটা দৃশ্য খুব দেখা যাচ্ছে যে, অনেক ভাই দ্বীনে আসার পর দ্বীনের জরুরি ও বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ না করে মতানৈক্যপূর্ণ বিভিন্ন গভীর বিষয়ে আত্মনিয়োগ করছে। দ্বীনকে সঠিকভাবে জানা ও শেখার পরিবর্তে দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে কিছু তর্ক-বিতর্ক শিখে নেওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এটাকেই দ্বীন মনে করছে। সালাফদের কয়েকটা বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারা আর কিছু যুক্তি কপচানো তর্ক-বিতর্ক শিখতে পারাকেই দ্বীনের মূল বিষয় বানিয়ে নিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি তাবলিগ, আহলে হাদিস, জামাত, সালাফি বা ইসলামি ভাবধারার অন্য যেকোনো ঘরানার মাধ্যমে দ্বীন পালনের স্পৃহা লাভ করল। তো দ্বীনের পথে ফিরে আসা মাত্রই সর্বপ্রথম তার এই বুঝটা অর্জিত হয় যে, 'সে দ্বীনকে যেভাবে বুঝেছে এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়কে যেভাবে জেনেছে, পৃথিবীতে শুধু তার বুঝটাই সঠিক এবং তার জানাটাই একমাত্র নির্ভুল। সে ও তার পছন্দের বিশেষ দলটি ছাড়া পৃথিবীর অপরাপর সকল মুসলমান ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা দ্বীনকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ঈমান-আকিদা ও চেতনা-বিশ্বাস সব ভুল। ফলে তারা সবাই জাহান্নামি হয়ে যাচ্ছে।' সকলের অবস্থাই যে এমন, বা সব ঘরানাতেই যে এভাবে বোঝানো হয়, তা নয়। তবে এমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে আসলেই রয়েছে, সেটাও অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

দ্বিতীয় পর্ব

হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত

✍ আবদুল্লাহ আল মাসউদ

হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত

হেদায়াত পাওয়ার পর তা আবার কেন হারিয়ে যায়—এই বিষয়টা অনেক গুরুগম্ভীর। গুরুগম্ভীর বলছি এ কারণে যে, আমরা যারা এ বিষয়ে আলোচনা করি, আমরা নিজেরাই আসলে কতটা হেদায়াতের ওপরে আছি—এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কথা আমাদের বারবার স্মরণে রাখা চাই যে, আমরা নিজেরা কতটুকু পরিমাণ হেদায়াতের ওপর উঠতে পেরেছি। এটাকে পেছনে রাখার কোনো সুযোগই নেই। দেখুন, আমাদের লেবাস-বেশভূষার কারণে মানুষ তো আমাদেরকে দূর থেকে অনেক কিছুই মনে করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এ জন্য পাঠকের কাছে আরজ হলো, কথাগুলো কে বলছে সেটা না দেখে, কী কথা বলা হচ্ছে সেদিকে যদি আমরা মনোযোগ দিই, তাহলে বেশি ভালো হবে। আরবিতে সুন্দর একটা উক্তি আছে,

انظر الى ما قال، و لا تنظر الى من قال.

'বক্তার দিকে না দেখে বক্তব্যের দিকে মনোযোগ দাও।'

মূলত হেদায়াত একটা ব্যাপক বিষয়। বান্দা যখন হেদায়াতের ওপর ওঠে তখন তার পুরো লাইফস্টাইলেই একটা পরিবর্তন আনতে হয় এবং সেই পরিবর্তন দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে, লোকটা হেদায়াতের দিকে আসছে। হেদায়াতের ওপর আসা যেমন জরুরি, তেমনই হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত অর্জন করা, মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা আরও বেশি জরুরি। হাদিস শরিফে এসেছে,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

'নিশ্চয়ই আমলের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর।'[৩৩]

এই বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করে এখানে আমরা হেদায়াতের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য তিনটি করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করব :

এক. সর্বদা দুআ করতে থাকা।

বস্তুত হেদায়াত এমন একটি নেয়ামত, যার লাইফটাইম কোনো গ্যারান্টি নেই। আমরা দেখি যে, পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এটা দুআ শিখিয়েছেন,

---

[৩৩] সহিহ বুখারি : ৬৬০৭।

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দান করেছ তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই মহাদাতা।’[৩৪]

এই দুআর দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পারব যে, এই দুআটিই ইঙ্গিতে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে মানুষের হেদায়াতের লাইফটাইম কোনো গ্যারান্টি নেই। বরং মানুষ হেদায়াতের ওপর এসে পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যেতে পারে। তার অন্তরে নতুন করে বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে। স্বীয় গুনাহের কারণে সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে পারে। আর এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে হেদায়াত লাভের পর সেই হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার জন্য তাঁর নিকট দুআ করা শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর মহান দরবারে রহমতের জন্য প্রার্থনা করতে বলছেন।

আজকে আমরা যারা হেদায়াতের ওপর আছি, আগামীকালও যে এর ওপর অবিচল থাকতে পারব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজকে আমরা যারা টুটাফাটা দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করছি, এক বছর পরও যে সেটা পারব তারও কোনো শিওরিটি নাই। উপর্যুক্ত দুআটির দিকে আবার লক্ষ করুন, এই দুআতে আল্লাহ তাআলার নিকট কী চাওয়া হচ্ছে? আমরা বলছি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দিয়েছেন, সুতরাং এরপরে আপনি আমাদের অন্তরকে আবার বক্র করে দিয়েন না, সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে আমাদের সরিয়ে দিয়েন না। আপনি তো মহাদাতা, সুতরাং আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত দান করুন। কেননা আপনার রহমত আমাদের ওপর না থাকলে আমাদের কোনো সাধ্য নেই যে, আমরা হেদায়াতের ওপর থাকতে পারব। বোঝা গেল এই আয়াতই আমাদের বলে দিচ্ছে যে, আমাদের হেদায়াতের কোনো নিশ্চয়তাই নেই। যদি থাকত তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই এভাবে দুআ করা শিক্ষা দিতেন না। তার মানে আমরা কেউই শঙ্কামুক্ত নই। হেদায়াতপ্রাপ্তির পর পুনরায় হেদায়াত থেকে বের হয় গেছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে অনেক। তাই আমরা যেন সতর্ক হই এবং আমাদের বেলায়ও যেন

[৩৪] সুরা আলে-ইমরান : ৮।

এমনটা না ঘটে, সে জন্য আল্লাহর আমাদেরকে দুআ শেখাচ্ছেন এবং সেই দুআটা কীভাবে করতে হবে সেটাও তিনি নিজে আমাদেরকে বাতলে দিচ্ছেন।

সুতরাং প্রথম কথা হলো হেদায়াতে আসার পর নিজের হেদায়াতকে লাইফটাইম গ্যারান্টি হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না। আল্লাহ একবার আমাদেরকে দয়া করে হেদায়াতের নেয়ামত দান করেছেন। এখন এই নেয়ামতের কদর করা ছাড়াই তা আমৃত্যু আমাদের নিকট সুরক্ষিত থেকে যাবে এবং আমরা হেদায়াতের ওপর বহাল থেকেই দুনিয়া ত্যাগ করতে পারব—এটা মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে। কারও কাছে যখন কোনো মূল্যবান বস্তু থাকে তখন সে নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। সব সময় একটা শঙ্কার মধ্যে থাকে যে, তার সেই মূল্যবান বস্তুটি আবার হারিয়ে না যায়, কিংবা কেউ আবার তা চুরি করে নিয়ে যায় কিনা। এই যে এক ভয়—এই ভয় থেকেই সে তার মূল্যবান সম্পদের হেফাজতের ব্যাপারে সচেতন হয়, কীভাবে তা সুরক্ষিত রাখা যায় সেই চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে আমরাও যখন অনুধাবন করতে পারব যে, আমাদের এই হেদায়াত আমাদের নিকট আল্লাহপ্রদত্ত এক মহা মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের দিকে নিবিষ্ট রয়েছে ডাকাতের চোখ। যেকোনো মুহূর্তে তা হারিয়ে যাওয়ার হাজারো আয়োজন চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের মাঝে সচেতনতা তৈরি হবে। সেইসাথে নিজেদের দুর্বলতার উপলব্ধি থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর সাহায্য ও রহমত প্রার্থনার দিকেও ধাবিত হব। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত এই দুআটি আমাদের সকলেরই মুখস্থ করে নেওয়া উচিত। যাতে করে কুরআনি বাক্য দ্বারাই আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের হেদায়াত চেয়ে নিতে পারি।

হাদিস শরিফেও হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোও মুখস্থ করে নেওয়া উচিত। যেমন,

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন,

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

‘হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহকে আবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের ওপর আবর্তিত করুন।’[৩৫]

এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দুআ করেছেন,

يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

[৩৫] সহিহ মুসলিম : ৬৬৪৩।

তৃতীয় পর্ব

কারও হেদায়াতের নিশ্চয়তা নেই

✍ আম্মারুল হক

কারও হেদায়াতের নিশ্চয়তা নেই

আমরা কেউই আসলে হেদায়াত পাওয়ার পর হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে পারব কি-না—এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া কেউ জানেন না। আমরা যে হেদায়াত পেয়েছি, দ্বীনের ওপর চলার চেষ্টা করছি, এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এই নেয়ামতের ওপর থাকতে পারব—এর লাইফটাইম কোনো শিওরিটি নেই। কারণ, আমরা কেউই ফেরেশতা না। আমরা রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। আমাদের মাঝে রয়েছে নফস বা প্রবৃত্তি। এই নফস আমাদেরকে গুনাহের দিকে প্ররোচিত করে। আমাদের পেছনে রয়েছে শয়তান ও তার দোসররা। মানুষ ও জিন শয়তান আমাদের গুনাহের কুমন্ত্রণা দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

> ‘যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।’[৪৭]

এই শয়তান আমাদের চিরশত্রু। আমাদেরকে হেদায়াত থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তার মেহনত সদা চলমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا﴾

> ‘এবং এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য কোনো না কোনো শত্রুর জন্ম দিয়েছি (অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য হত শয়তান কিসিমের লোকদেরকে); যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে বড় চমৎকার কথা শেখাত।’[৪৮]

এভাবে জিন ও মানব শয়তানগুলো পরস্পর সম্মিলিতভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত। নবীরা পর্যন্ত তাদের শত্রুতা থেকে রেহাই পাননি। হেদায়াত থেকে বিচ্যুত হওয়ার এত এত আয়োজনের মধ্য থেকে নিজের

---

[৪৭] সুরা নাস : ৫-৬।

[৪৮] সুরা আনআম : ১১২।

হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এ কথাও জানিয়েছেন যে,

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

> 'আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং সে জন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।'[৪৯]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে এই ওয়াদাও দিয়ে রেখেছেন যে, ঈমানের সাথে সে যদি পরকালের সফলতা অর্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সেই চেষ্টার মর্যাদা দেবেন। সুতরাং যদিও চারদিকে রাহাজানির ভয়, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, আমরা যদি ঠিকভাবে মেহনত করি তাহলে তিনি আমাদের ব্যর্থ করবেন না। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে হেদায়াতকে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে এর ওপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। উদাসীনতা নয়, প্রয়োজন সচেতন প্রচেষ্টার।

হেদায়াতের পরিচয়

হেদায়াত কী জিনিস? হেদায়াত হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম। হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মারেফত, আল্লাহপ্রদত্ত নুর—যে নুরে আলোকিত হয় বান্দার অন্তর, তখন বান্দা বুঝতে পারে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে যে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো বুঝতে পারা—এই বুঝই হচ্ছে হেদায়াত। যার এই বুঝ অর্জিত হবে সে আল্লাহকে মানতে পারবে। যে এই বুঝ থেকে বঞ্চিত, সে আল্লাহর আনুগত্য থেকেও দূরে থাকবে।

মৌলিকভাবে হেদায়াতকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. الهداية العامة। (ব্যাপক হেদায়াত)

যে হেদায়াত ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের জন্য। সকল সৃষ্টি জুড়েই যার পরিব্যাপ্তি। এই হেদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেছেন। সকল সৃষ্টিকে স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানিয়েছেন। এই প্রকারের

[৪৯] সুরা বনি ইসরাইল : ১৯।

হেদায়াতের জন্য কোনো নবী-রাসুল ও আসমানি কিতাবের প্রয়োজন নেই। বরং সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান নিদর্শনাবলিই আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই হেদায়াতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে। প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এই হেদায়াত শুধু মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা, তরুলতা পুরো সৃষ্টিজগৎ জুড়ে তা বিস্তৃত।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ﴾

‘সাত আসমান ও জমিন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, এমন কোনো জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বুঝতে পারো না।’[৫০]

খ. هداية الإرشاد و الدلالة (হক-বাতিলের পথনির্দেশ)

এই হেদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-খারাপ ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারার যোগ্যতা দান করেন। মানুষ যখন এ হেদায়াতের আলোতে আলোকিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে তাকে কোন পথে চলতে হবে। তার সামনে হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে কোনটা সিরাতে মুস্তাকিমের পথ, আর কোনটা গোমরাহির পথ। কোন পথে নাজাত, আর কোন পথে ধ্বংস। এটাই হচ্ছে ‘হেদায়াতুদ দালালাহ ওয়াল ইরশাদ’; অর্থাৎ ভালো-মন্দ ও হক-বাতিলের পথনির্দেশ। মূলত এই হেদায়াত প্রথম প্রকারের সাধারণ হেদায়াতেরই একটা অংশ। তবে তা প্রথম প্রকারের ন্যায় সামগ্রিকতাকে ধারণ করে না।

আল্লাহ তাআলা নিজ অস্তিত্বকে বোঝানোর জন্য সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন উপাদান রেখেছেন। তিনি খুঁটিহীন বিশাল আকাশ সৃষ্টি করেছেন, জমিনকে করেছেন সমতল, জমিনের বুক চিরে প্রবাহিত করেছেন সুবিশাল সাগর ও অসংখ্য নদনদী, আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বৃষ্টি, জমিন থেকে উৎপন্ন করেন ফসল,

[৫০] সুরা বনি ইসরাইল : ৪৪।

📖

চতুর্থ পর্ব

আল্লাহর আজাব হতে কেউ নিরাপদ নয়

✍ মো. শরীফ আবু হায়াত

আল্লাহর আজাব হতে কেউ নিরাপদ নয়

সুরা মাআরিজের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও পরকালের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, অপরাধীরা কোনোভাবেই সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। অপরাধীরা সেদিন নিজের পরিবার-পরিজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষের বিনিময়ে হলেও নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে,

﴿كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ﴾

> ‘কখনোই এটা সম্ভব হবে না। তা এক লেলিহান আগুন; যা চামড়া খসিয়ে দেবে।’[৮০]

অর্থাৎ, অপরাধীরা কোনোকিছুর বিনিময়েই সেদিন নিজেকে এই লেলিহান আগুনের শাস্তি হতে বাঁচাতে সক্ষম হবে না।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সকল ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরেছেন, যারা সেদিনের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের পরিচয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তারা নিয়মিত সলাত কাইয়েমম করবে, সালাতের হেফাজাতকারী হবে, জাকাত আদায়কারী হবে, কেয়ামত দিবসকে সত্যায়ন করবে, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী হবে, তারা আমানতদার হবে, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হবে—এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বান্দাদের অনেকগুলো সিফাত তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা উল্লেখ করেছেন

﴿وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ﴾

‘এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।’[৮১]

---

[৮০] সুরা মাআরিজ : ১৫-১৬।

[৮১] সুরা মাআরিজ : ২৭।

অর্থাৎ, ওই সমস্ত লোকেরাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতবাসী হবে যারা নামাজ, জাকাত, কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস, লজ্জাস্থানের হেফাজত, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার আজাব সম্পর্কে ভীত থাকবে। যে জাহান্নামের শাস্তিকে ভয় করবে সে-ই মূলত জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে। কেননা আজাবের ভয় তাকে নেক কাজের ওপর ওঠাবে এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত রাখবে। যার মাঝে পরকালের শাস্তির ভয় নেই সে তো লাগামহীন চলবেই।

এরপর এই আয়াতের পরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জানিয়েছেন যা হেদায়াত লাভের পর পুনরায় তা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন,

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾

> 'নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয়, যা হতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।'[৮২]

অর্থাৎ, আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। বরং তা এমন জিনিসই নয়, যা থেকে নিশ্চিত থাকা যায়।

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলার আজাব হচ্ছে 'গইরু মা'মুন' (غَيْرُ مَأْمُونٍ)। মা'মুন শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। আমাদের দেশে এটা খুব কমন একটা শব্দ। আমাদের চারপাশের অনেক মানুষের নাম মামুন। যদিও আমরা 'মামুন' 'মামুন' উচ্চারণ করি, আসলে শব্দটা হচ্ছে মা'মুন। মামুন মানে হচ্ছে 'আমানপ্রাপ্ত' হওয়া। অর্থাৎ, যাকে আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তাকে মা'মুন বলা হয়। সুতরাং এই আয়াতে 'গাইরু মা'মুন'-এর অর্থ দাঁড়াবে 'আল্লাহর আজাব এমন জিনিস, যা থেকে কেউই নিরাপদ নয়।'

সুবহানাল্লাহ! কত ভয়ের কথা। অথচ এদিকে আমরা নিজেদের নিরাপদ ভেবে বসে আছি। কিছু নামাজ, রোজা পালন করে নিজেদের জান্নাতি মনে করছি। অথচ আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে ভীত থাকাও জান্নাতিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

[৮২] সুরা মাআরিজ : ২৮।

কিন্তু সেই ভয় কি আজকে আমাদের মাঝে আছে? যার মাঝে পরকালের শাস্তির ভয় নেই, সে তো হেদায়াত থেকে দূরে সরবেই। যে নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে, তার মাঝে অহংকার সৃষ্টি হবে। আর অহংকারী কখনো হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে পারে না। তার অহংকার-ই তাকে হেদায়াত থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

কারা আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ?

যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, অর্থাৎ নবী-রাসুলগণ আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ কারণ তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের বার্তাবাহক হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং পাপের উর্ধ্বে মাসুম বানিয়েছেন এবং আজাব থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। এটা নবী-রাসুলদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

> ‘আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।’[৮৩]

বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলা যখন সাহাবিদের ব্যাপারে নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন, সুতরাং তারাও আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ। কারণ, আল্লাহ যাদের ওপর সন্তুষ্ট, তাদেরকে তিনি আজাবে নিক্ষেপ করবেন না। এ ছাড়াও সময়ে সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে বিভিন্ন সাহাবিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন, আমরা ‘আশারায়ে মুবাশশারা’ তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি সম্পর্কে জানি। দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতবাসী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের ব্যাপারেও জাহান্নাম হতে মুক্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের এক মজলিসে বললেন,

يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ

[৮৩] সুরা তাওবা : ১০০।